2020-21 (Sl.No

খোয়াই

ISSN 2319 – 8389, Vol : 40, Issue : 40

KHOAI

UGC Care Listed journal
Art and Humanities
Special Issue.

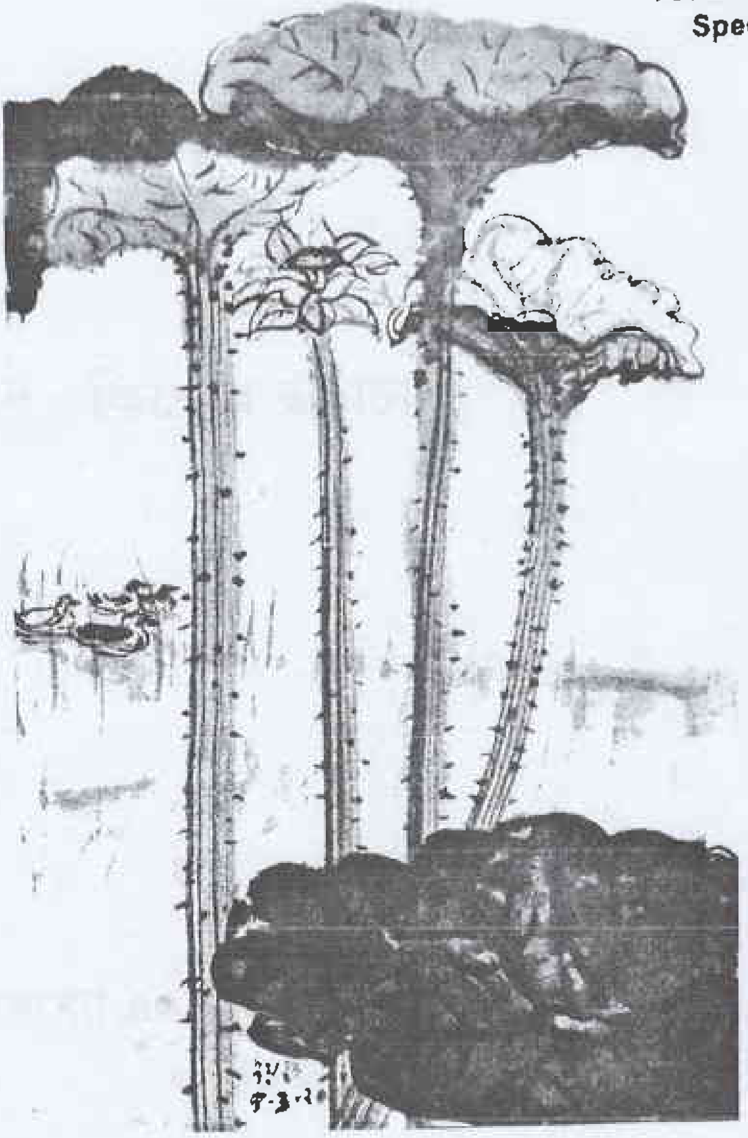

সংখ্যা ৪০ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৭

শান্তিনিকেতন

ISSN 2319 – 8389, Vol : 40, Issue : 40

KHOAI
UGC Care Listed Journal
Art and Humanities
Special Issue.

খোয়াই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক সংকলন

সম্পাদক

কিশোর ভট্টাচার্য

সংখ্যা ৪০ : ২৯ আশ্বিন ১৪২৭

শান্তিনিকেতন

ISSN 2319 – 8389, Vol : 40, Issue : 40

KHOAI
UGC Care Listed Journal
Art and Humanities
Special Issue.

KHOAI

A Collection on Literature and Culture

Chief Editor

Kishore Bhattacharya

VOLUME 40
16 OCTOBER 2020

SANTINIKETAN, BIRBHUM, PIN- 731235, W.B. INDIA

ISSN NO.3319-8389 Volume 40,ISSUE- 40, 16th OCTOBER 2020

KHOAI

UGC Approved & Reviewed Journal

Editorial Board of the KHOAI

October 2020

Chief Editor :

Kishore Bhattacharya, Adhyapaka, Patha-Bhavana, Visva-Bharati, Post: Santiniketan, Dist: Birbhum, Pin 731235, West Bengal

Email : kishoresantiniketan@gmail.com, Mobile: 9434432400

Associate Editor :

Prof. Amal Pal, Director (Rabindra-Bhavana) Visva-Bharati, Santiniketan

Prof. Nikhilesh Chowdhury, Former Principal, Sangit Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Dr. Sanat Bhattacharya, Assistant Librarian, Visva-Bharati, Santiniketan

Co-editor :

Srimati Chandrani Mukhopadhyay, Adhyapika, Patha-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Editorial Advisory Board:

Bengali : Prof. Utpal Mandal, Department of Bengali, North Bengal University

Bengali : Prof. Aloke Chakraborty, Department of Bengali, Burdwan University

Bengali : Prof. Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Benaras Hindu University

Bengali : Prof. Moonmoon Gangyopadhyay, Department of Bengali, Rabindra Bharati University

Bengali : Dr. Atanu Sashmal, Associate Professor, Department of Bengali, Visva-Bharati, Santiniketan

Bengali : Prof. Sucharita Bandyopadhyay, Department of Bengali, Kolkata University

Sanskrit: Prof. Kalpika Mukhopadhyay, Former HoD, Department of Sanskrit, Visva-Bharati

Political Science: Dr. Aditya Narayan Mishra, Aurobindo College, Delhi University

Nilanjan Bandyopadhyay, Rabindra-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Editorial Assistant:

Tarit Roychoudhury, Adhyapaka, Patha-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Srimati Namrata Bhattacharya, Adhyapika, Patha-Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
লোক উপাদানের আলোকে আখ্যানশিল্পী অনিল ঘড়াই-এর কিশোর রচনা	মোনালিসা পাল	১
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ইশা খাঁ ও কেদার রায় : প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস	মৌপ্রিয়া পাল	৯
'সহজপাঠ'-এ শিশুশিক্ষা	অদিতি দাশগুপ্ত	১৬
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসিধারা' : যেন নারীজীবনের অনিঃশেষ এক ব্রতের কাহিনি	ড. মৈত্রী দাস	২১
পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিকল্প নাট্যচর্চা দলের পর্যালোচনা	শুভঙ্কর দে	২৪
Indian Response to European Military Technology During 16th to 17th Century	*Bidyut Patar*	৩০
From the Master to the Slave: Examining Jack Gold's Man Friday as a Postcolonial Adaptation of Daniel Defoe's Robinson Crusoe	*Sukanya Ray*	৩৫
নুড়ি বাঁদর উপন্যাসে প্রকৃতি : মণীন্দ্র গুপ্তের অন্তর্দৃষ্টি	মধুপর্ণা মুখার্জি	৪০
উত্তাল সময়ে রাধারমণ ঘোষের নাটকে যুবযন্ত্রণা	ধ্রুপদ চৌধুরী	৪৬
Developmental Facets within Little Andaman Island of India – An Overview from the Social Front	*Dr. Saswati Roy*	৫৬
Ethnic Migration among the Tribal Population of the District of Jalpaiguri down the century perception developed on Parameters of Socio-Economic changes.	*Susmita Pandit*	৭০
Analysing the Prospect of Rural Tourism in Birbhum District, West Bengal	*Dr. Anindya Mondal* *Dr. Prohlad Roy*	৭৬
Distinction between Traditional and Modern teaching method of Geography and its impact on secondary level students	*Sk Rashidul Haque*	৮৬
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে 'সম্পর্ক' : মা-বাবা ও সন্তান	ড. সঞ্চিতা বসু	৯৬
পালনের ধর্ম	তড়িৎ রায়চৌধুরী	১০৩
স্বয়ম্ভু গৌতমের কবিতা		১০৪
RabindranathTagore on Education for Sustainable Development	*Afazuddin Sk.*	১০৫
Research Trends of Creativity of Juvenile Delinquent Students	*Mandira Singha, Dr. Ashis Kumar Debnath*	১১০

নুড়ি বাঁদর উপন্যাসে প্রকৃতি : মণীন্দ্র গুপ্তের অন্তর্দৃষ্টি

মধুপর্ণা মুখার্জি

আত্মজীবনী 'অক্ষয় মালবেরি'র পাতায় নিজের জন্মবৃত্তান্তের কথা বলতে গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯২৬-২০১৮) 'পৌরাণিক আদরের মধ্যে'[১] ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর না কি নাড়ি কাটা হয়েছিল 'পশ্চিমপুকুর পাড়ের নির্জন বাঁশঝাড় থেকে কেটে আনা কাঁচা বাঁশের চোঁচ দিয়ে...।'[২] বনের সবুজবিষের আপ্যায়নে শুরু হওয়া সেই জীবনকে চিরকালই তিনি বনের কাছাকাছি রাখতে চেয়েছেন। শহর-যাপনও তাঁর মন থেকে প্রকৃতির নিবিড় আকর্ষণ কেড়ে নিতে পারেনি। মাত্র দশ মাস বয়সে জন্মদাত্রীকে হারিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। যা হয়তো সাহিত্যসাধনায় তাঁর নিমগ্নতার অন্যতম কারণ। খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে দূরে নিজস্ব বীক্ষণে তিনি ধরেছেন জীবন ও জগৎকে। চেতনায় ধারণ করা সেই প্রথম আপ্যায়নই হয়ে থেকেছে তাঁর চিরকালের সঙ্গী। দীর্ঘ জীবনকে দেশ-কালের পটে বিশ্লেষণ করতে করতে নানান পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সময় আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজর করেছেন সমাজ-পরিবেশের বিপন্নতা। সন্ধান করেছেন সেই বিপন্নতার কারণ আর তার সমাধানসূত্রও। তাই হয়তো তাঁর বক্তব্য প্রকাশে একাধিকবার ডাক পড়েছে মনুষ্যেতর জীবেরও। বাংলা সাহিত্যে কোনো রচনায় বাঁদর যে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* (প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩০২) তার প্রমাণ। দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে আবারও একটি বাঁদরকে প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখতে পেলেন পাঠক *নুড়ি বাঁদর* (প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৬) উপন্যাসে। মণীন্দ্র গুপ্ত যখন এই উপন্যাসে রচনায় হাত দিলেন তখন বয়স প্রায় নব্বই। জীবনের প্রান্তে এসে ভিন্ন চেহারার আড়ালে গড়পড়তা একই মানুষ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়েছিলেন তিনি? তাই কি বেছে নিলেন বাংলার রূপকথা ছুঁয়ে থাকা বুদ্ধু-ভুতুমের বুদ্ধুর কাছাকাছি একটি বাঁদরকে? যে না কি অসাধ্য সাধন করবে। না কি মানুষের লোভাতুর আচরণে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন শৈশবসঙ্গী প্রকৃতির দিকে? এখানে সন্ধান তাঁর সেই মানস-ভাবনার।

একসময় 'জলস্রোত ছিন্নপত্রাবলী'-তে (মে, ২০১১) পূববাংলার হারিয়ে যাওয়া দিনলিপির রোমন্থন করতে গিয়ে মণীন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস শুনেছিলেন পাঠক, 'সময়ের গ্রাসে, সেই শান্ত, জনবিরল, উচ্চাশাহীন নীল-সবুজ-হলদে রঙের দেশটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকেই।'[৩] এই বিলীন হয়ে যাওয়া শুধু খাতার পাতা থেকে মুছে যাওয়া নয়। এক একটা মুছে যাওয়া আসলে বিনাশের দিকে নিয়ে যায় পৃথিবীর ইতিহাসকে। *নুড়ি বাঁদর* ম্যাজিক রিয়ালিজমের আধারে বিশ্বজনীন বিপন্নতার কারণ আর তার পরিণাম ও মুক্তির উপায় নিয়ে যেন মণীন্দ্রের নিরীক্ষা। তাই এই উপন্যাসে বাঙালির গ্রামীণ কিংবা অর্ধগ্রামীণ নিসর্গ চিত্র নয়, ধরা আছে সমতল থেকে বারো হাজার ফুট উচ্চতার গল্প। দেবেশ রায় *উপন্যাস নিয়ে* গ্রন্থ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত 'প্রকৃতি' আর 'নিসর্গ'কে আলাদা করেছিলেন। বর্তমান উপন্যাসটিও প্রকৃতিতত্ত্বের দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে বিচার্য। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য মণীন্দ্রের প্রকৃতিচেতনা। মূল চরিত্রটি চক্র আঁকা নুড়ি থেকে জন্ম নেওয়ার পর হাত পায়ের ব্যবহার, খাদ্যরুচি তৈরি, বিদ্বেষভাবের জন্ম, এককথায় অভিযোজনের পাশাপাশি চেতনার অধিকার পায়। তারপর কখন যেন পাঠকের আস্থায় ভরসা রেখে কল্পনা আর সত্যের মিশ্রণে ব্যাখ্যাতীতভাবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। কথক লেখেন, 'খেয়েদেয়ে শরীরে মনে খুশি হয়ে পাহাড় আর বনের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে পথ চলল বাঁদর।'[৪] তার চলা আর দেখার মধ্যে দিয়ে গূঢ় সত্যের উদ্ভাসনই ছিল মণীন্দ্রের কাঙ্খিত। কী সেই সত্য? বিভিন্ন 'গুণীগাছে' ভরা এই পৃথিবী একদিন সকল প্রাণীর জন্যই কোল পেতেছিল। কিন্তু সমস্ত কিছু মুঠোবন্দী করবার তাড়না আর আমি সর্বস্বতায় মানুষ নিজেকেই বঞ্চিত করছে সেই প্রাণের আরাম থেকে। নুড়ি বাঁদর দেখেছে লেপার্ডদের হিংস্রতা। তারা জীবিত ঘায়েল